MAR. 0 2 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ৬ ...

পাবলিক পরীক্ষার লেটার গ্রেডি
পদ্ধতি মন্ত্রণালয় অনুমোদন করে

ানস ঘোষ : পাবলিক পরীক্ষার ফল
কাশে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি শিক্ষা
ন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে।
৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এসএসসি ও
াখিল পরীক্ষার ফলাফল এই পদ্ধতিতে
কাশ করা হবে। তবে এইচএসসি
রীক্ষায় লেটার গ্রেডিং কার্যকর হবে
০০৩ সাল থেকে। সকল বোর্ডের
য়ারম্যান ও ঊর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাদের
ঙ্গে গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এক
ঠকে শিক্ষা সচিব সাদত হুসাইন
ন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তের কথা
ানিয়েছেন।

বৈঠকে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও
কল প্রতিরোধে সংসদীয় সাব-কমিটির
পারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে বোর্ড
য়ারম্যানরা অঙ্গীকার করেন। গত ২৭
ব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়
-কমিটির ২৬ দফা সুপারিশ সংবলিত
প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সাব-কমিটির
সুপারিশ অনুযায়ী এ বছর এসএসসি
দাখিল পরীক্ষার অধিকাংশ কেন্দ্রে
প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দি
দেওয়া হবে না। তাদের জন্য পার্শ্ব
সুবিধাজনক কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যব
করা হয়েছে। তবে শহরের বাইরে যে
থানায় একটিমাত্র কেন্দ্র রয়েছে এবং অ
থানার কেন্দ্রও অনেক দূরে সেসব এলাক
নতুন ভেন্যু করে কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠানে
পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এ
ব্যবস্থা কার্যকর করার ফলে এবার কোথ
শিক্ষক বিনিময় করে পরীক্ষা গ্রহণ ক
হবে না।

সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে
সভাকক্ষে সাদত হুসাইনের সভাপতিত
অনুষ্ঠিত বৈঠকে বোর্ড চেয়ারম্যান
জানান, চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষা
প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। এখন চলছে শে
মুহূর্তের কার্যক্রম। তারা জানান, নকল
দুর্নীতি প্রতিরোধে এ বছর প্রচার ব্যবস্থ
জোরদার করা হয়েছে। নকলের কুফ
সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদে
সচেতন করার জন্য ইতিমধ্যে প্রচার ও
প্রচারণা শুরু হয়েছে। সংবাদপত্র, বেতার
টেলিভিশন ছাড়াও এবার পোস্টার করে
নকলের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে
জানানো হবে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে চেয়ারম্যানরা
নিজ নিজ কেন্দ্রে সচিবদের নিয়ে একটি
সভা করবেন। ঐ সভায় কেন্দ্র সচিবদের
নকল প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা কঠোরভাবে
মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হবে। বৈঠকে
জানানো হয়, এবার এসএসসি পরীক্ষায়
দেশের কোথাও নতুন কোনো কেন্দ্র খোলা
হয়নি। তবে খুব প্রয়োজন এমন কয়েকটি
কেন্দ্রের জন্য ভেন্যু খোলা হয়েছে।

সূত্র জানায় বৈঠকে মাদ্রাসা বোর্ডের
চেয়ারম্যান ড. আবু বকর সিদ্দিক সারা
দেশের ৩৫০টি কেন্দ্রে বোর্ডের পরীক্ষা
গ্রহণে বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেন। তিনি
বলেন, ১২৫টি উপজেলায় দাখিল পরীক্ষার
কোনো কেন্দ্র নেই ...